১

অধিবিদ্যা ঃ মানুষ ও সমাজ

[E, I, 1—6]

১

ভূমিকা ঃ অধিবিদ্যা মাত্রই নিন্দনীয় নয়

নব্য দৃষ্টিবাদের জনক হিউম সম্পর্কে এ ধারণা প্রচলিত যে ঃ হিউম অধিবিদ্যা খণ্ডন করার, অধিবিদ্যার অসম্ভবপরতা প্রদর্শন করার, চেষ্টা করেছেন। হিউমের অনুগামীরা অধিবিদ্যার অসম্ভবপরতা বা অধিবিদ্যা দূরীকরণের কথা বলেন, ঠিক। কিন্তু হিউম সম্পর্কে উক্ত ধারণাটি যে ভ্রান্ত তা বোঝা যায় Enquiry-এর প্রথম বিভাগের দিকে দৃষ্টিপাত করলে। এ বিভাগে হিউম যথার্থ অধিবিদ্যা (true metaphysics) ও ভ্রান্ত অধিবিদ্যার (false metaphysics-এর) কথা বলেছেন। হিউমের লক্ষ্য হল ঃ যথার্থ অধিবিদ্যার সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন, এবং ভ্রান্ত নিষ্ফল অধিবিদ্যা থেকে প্রকৃত অধিবিদ্যার পৃথকীকরণ।

এ সম্পর্কে হিউমের কোনো সংশয় নেই যে, বস্তুত এক প্রকারের অধিবিদ্যা অনিশ্চয়তা ও ভ্রান্তির উৎস (source of uncertainty and error)। সুতরাং, এরূপ অধিবিদ্যা প্রকৃতপক্ষে কোনো বিজ্ঞানই নয়। এ জাতীয় অধিবিদ্যা এমন বিষয়ে জ্ঞান অন্বেষণ করে যা মানুষের পক্ষে অজ্ঞেয়। এরূপ আধিবিদ্যক অন্বেষণের মূলে আছে মানুষের বৌদ্ধিক অহমিকা (আমরা মানুষ, কাজেই সব কিছুই আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব—এ স্পর্ধা)। এর আর এক উৎস

হল—প্রচলিত কুসংস্কার। যুক্তি দিয়ে এসব কুসংস্কার সমর্থন করা যায় না বলে, অপযুক্তির আশ্রয় নেওয়া হয় (যার ফল হল অপ-অধিবিদ্যা)। হিউমের ভাষায়—

> indeed here lies the justest and most plausible objection against a considerable part of metaphysics, that they are not properly science; but arise either from the fruitless efforts of human vanity, which would penetrate into subjects utterly inaccessible to the understanding, or from the craft of popular superstitions·····
>
> —E, I, 5

কিন্তু হিউম এ কথাও বলেন: অধিবিদ্যা মাত্রই সামগ্রিকভাবে নিন্দনীয় নয়। এতদিন পর্যন্ত অধিবিদ্যা আমাদের কোনো নিশ্চিত জ্ঞানের সন্ধান দিতে পারে নি—এ ঐতিহাসিক সত্য থেকে এ কথা নিঃসৃত হয় না যে, অধিবিদ্যা ফলপ্রসূ হতে পারে না। তিনি বলেন, মিথ্যা ও ঝুটা অধিবিদ্যা যদি দূর করতে হয় তাহলে আমাদের যথার্থ অধিবিদ্যা অনুশীলন করতে হবে—

> [We] must cultivate true metaphysics with some care
>
> —E, I, 6

যত্নসহকারে অধিবিদ্যাচর্চা করা আমাদের কর্তব্য।

আমরা বলেছি, হিউমের মতে—অধিবিদ্যা মাত্রই নিন্দনীয় নয়; তার পরামর্শ হল: তথাকথিত অধিবিদ্যা বর্জন করে যথার্থ অধিবিদ্যা অনুসন্ধান কর।

ইন্‌ক্যায়ারির প্রথম বিভাগে হিউম দর্শনের বিভিন্ন প্রকারের (different species of philosophy-এর) কথা বলেছেন; বলেছেন দর্শন ও বিজ্ঞানের কথা। প্রসঙ্গত, আধুনিক কালে বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে যে পার্থক্য কল্পনা করা হয়, অষ্টাদশ শতাব্দীর চিন্তাধারায় সে পার্থক্য দেখা দেয় নি। সে যুগে "দর্শন", "বিজ্ঞান" ও "অধিবিদ্যা" প্রায় সমার্থক হিসাবে ব্যবহৃত হত। যথা, ইন্‌ক্যায়ারি শুরু হয়েছে এ বাক্যটি দিয়ে—

> Moral philosophy, or the science of human nature, may be treated after two different manners·····

স্পষ্টতই science বলতে এখানে দর্শন বোঝাচ্ছে। এবং moral philosophy বলতে হিউম কেবল নীতিশাস্ত্র বোঝেন নি; বুঝেছেন মানব-

প্রকৃতি সংক্রান্ত দর্শন। প্রাকৃত বিজ্ঞান—পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন এসব—থেকে দর্শনকে পৃথক করার জন্য moral কথাটি প্রয়োগ করা হয়েছে। পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন—এসবও দর্শন, তবে প্রাকৃত দর্শন (natural philosophy), moral philosophy নয়।

২

দু প্রকার দর্শন ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি

আমরা বলেছি, ইন্‌ক্যায়ারি শুরু হয়েছে দু প্রকার দার্শনিক পদ্ধতি বা দর্শনের কথা বলে। এ উক্তির সমর্থন পাই ইন্‌ক্যায়ারির প্রথম বাক্যটিতে। হিউম বলেন, দর্শনের বিষয়বস্তু দুভাবে আলোচিত হতে পারে এবং দুটি পদ্ধতিরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এ পদ্ধতি বা দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্নতা অনুসারে দু প্রকার দর্শনের কথা বলা যায় :

সরল ও সহজবোধ্য দর্শন (easy and obvious philosophy), এবং
জটিল ও গূঢ়ার্থ দর্শন (abstruse philosophy)।

কোনো কোনো দার্শনিক মানুষকে কেবল কর্মপ্রবণ প্রাণী বলে বিবেচনা করেন ; এ দার্শনিকরা মানুষের বিভিন্ন সদ্‌গুণ আলোচনা করেন। এ আলোচনার লক্ষ্য হল মানুষের আচরণকে প্রভাবিত করা। আবার, কোনো কোনো দার্শনিক মানুষকে প্রধানত চিন্তাশীল ও ভাবপ্রবণ প্রাণী বলে মনে করেন। মানুষের আচরণের উন্নতিবিধান দ্বিতীয় শ্রেণীর দার্শনিকদের লক্ষ্য নয়। এদের লক্ষ্য—বুদ্ধি বিকাশে সাহায্য করা ও বৌদ্ধিক ব্যাপারে আলোকপাত করা। প্রথম প্রকারের দর্শন সরল ও সহজবোধ্য, আর দ্বিতীয় প্রকারের দর্শন সুনির্দিষ্ট ও গভীর বা গূঢ়ার্থ (accurate and abstruse)। হিউম দ্বিতীয় প্রকারের দর্শন প্রসঙ্গে abstruse কথাটি প্রয়োগ করেছেন। abstruse বলতে দুর্বোধ্যও বোঝায় আবার গূঢ়ও বোঝায়। মনে হয়, হিউম abstruse কথাটি গূঢ় অর্থেই ব্যবহার করেছেন।

সাধারণভাবে দ্বিতীয় প্রকারের জটিল দর্শনের চেয়ে প্রথম প্রকারের দর্শনই অধিকতর আকর্ষণীয়, এবং অনেকে এ জাতীয় দার্শনিক অনুসন্ধানই অনুমোদন করেন। কিন্তু দুরধিগম্য হলেও দ্বিতীয় প্রকার দার্শনিক অনুসন্ধান অপরিহার্য। কেননা এরূপ দর্শনই প্রথম প্রকারের দর্শনের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করতে পারে। এ কথার অর্থ, প্রথম প্রকারের সহজ গণগ্রাহ্য দর্শন কেবল

নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে না। তার জন্য যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক সমর্থন প্রয়োজন। এবং সে সমর্থন আসতে পারে কেবল দ্বিতীয় প্রকারের দর্শন থেকে।

প্রথম প্রকারের দর্শন সরল ও সহজবোধ্য। এ জাতীয় দর্শন সম্পর্কে হিউম বলেন, এরূপ দর্শন যে কেবল জনপ্রিয় তাই নয়। এরূপ দর্শন অধিকতর স্থায়ী, এবং সঙ্গতভাবেই এ জাতীয় দর্শন সহজে খ্যাতি অর্জন করতে পারে। অপরপক্ষে, যারা কেবল দ্বিতীয় প্রকারের দর্শনে রত, অর্থাৎ বিমূর্ত যুক্তিসর্বস্ব দার্শনিক আলোচনায় ব্যাপৃত, তাদের খ্যাতি ক্ষণস্থায়ী—বিশেষ গোষ্ঠীতে, বিশেষ কালে, সীমাবদ্ধ। প্রথম প্রকার দর্শনের জনপ্রিয়তা ও সহজবোধ্যতা আর দ্বিতীয় প্রকার দর্শনের দুরূহতা ও খ্যাতির সীমাবদ্ধতার কথা বলতে গিয়ে হিউম এ উদাহরণ দিয়েছেন সিসেরোর খ্যাতি এখনও ম্লান হয় নি, কিন্তু আরিস্টটলের খ্যাতি সম্পূর্ণভাবে লোপ পেয়েছে।* আবার, লোকে সম্ভবত আনন্দের সঙ্গে এডিসনের রচনা পাঠ করবে, কিন্তু লকের কথা সম্পূর্ণ ভুলে যাবে।** প্রসঙ্গত, সিসেরো, লক্, এডিসন—এদের দর্শন বা দার্শনিক খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা সম্পর্কে হিউমের যে মূল্যায়ন তা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। আধুনিক কালে এমন কোনো শিক্ষিত ও সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি সম্ভবত নেই যিনি লক্ ও আরিস্টটলের নাম শোনেন নি। কিন্তু এডিসন্ বা সিসেরোর কথা কয়জন জানে?

হিউমের মূল্যায়ন বা ভবিষ্যদ্‌বাণী এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। যা এ প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ তা হল এই: যে দর্শন সহজবোধ্য, যে দর্শনের মূলে আছে এ পূর্বস্বীকৃতি যে—মানুষ প্রধানত কর্মপ্রবণ প্রাণী, যে দর্শন এমন সত্য অনুসন্ধান করে যার সঙ্গে বাস্তব জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, এক কথায়—যে দর্শন ব্যবহারিক, বাস্তবমুখী, মাটির কাছাকাছি—সে দর্শন সাধারণভাবে জনপ্রিয় ও দীর্ঘস্থায়ী।

উক্ত দু প্রকার দর্শনের পার্থক্য দেখাতে নিয়ে হিউম প্রসঙ্গত আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি করেছেন। তিনি বলেছেন: যে দার্শনিক বাস্তবমুখী সাধারণ-

---

* The fame of Cicero flourishes at present but, that of Aristotle is utterly decayed. —E, I, 2

** Addison, perhaps, will be read with pleasure, when Locke shall be entirely forgotten. —E, I, 2—3.

বুদ্ধি-অধিগম্য দার্শনিক আলোচনায় ব্যাপৃত, তিনি যদি কোনো ভুল করেন তাহলে তিনি তা সংশোধন করে নিতে পারেন। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের দর্শনের, বিমূর্ত যুক্তিসর্বস্ব দর্শনের, কোনো পর্বে যদি কোনো ভুল করা হয় তাহলে সে ভুলের পরিণতি সুদূরপ্রসারী—সে ভুলটি প্রত্যেক পরবর্তী পর্বে সংক্রামিত হবে।

.....one mistake is the necessary parent of another.

— E, I, 2

হিউমের এ উক্তি থেকে মনে হয়, তিনি দ্বিতীয় প্রকারের দর্শন বলতে বুঝেছেন অবরোহতান্ত্রিক দর্শন—যে দর্শনের আদর্শ হল গাণিতিক তন্ত্র (দেকার্ত, স্পিনোজা তাদের দর্শনে যে তন্ত্রকে আদর্শ বলে ধরে নিয়েছিলেন)। কেননা এরূপ বিমূর্ত গাণিতিক অবরোহ তন্ত্রেই এক পর্বের ভুল পরবর্তী প্রত্যেক পর্বে সংক্রামিত হতে পারে। অপরপক্ষে, প্রথম প্রকারের দর্শন বলতে তিনি বুঝেছেন যাকে বলা হয় সাধারণ বুদ্ধির দর্শন, বাস্তব জীবন ও ব্যবহার সংক্রান্ত দর্শন! এ দর্শন অবরোহতান্ত্রিক নয়, এতে কোনো পর্বের ভ্রান্তি অন্য পর্বকে স্পর্শ নাও করতে পারে; আর বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোয় এ জাতীয় ভ্রান্তি অপসৃত হতে পারে।

যে দুটি দৃষ্টিভঙ্গির কথা হিউম বলেছেন সেগুলি চরম দৃষ্টিভঙ্গি, এবং অনুষঙ্গী দু প্রকারের দর্শনও চরমপন্থী দর্শন। একটি দৃষ্টিভঙ্গি বা দর্শন মানুষকে প্রধানত কর্মপ্রবণ (as born for action) বলে কল্পনা করে। অপরপক্ষে, অন্য দৃষ্টিভঙ্গিতে বা দর্শনে মানুষ হল মুখ্যত যুক্তিপ্রবণ বা বুদ্ধিপ্রবণ। অন্যান্য ব্যাপারে চরমপন্থী হলেও, দর্শনের স্বরূপ সম্পর্কে হিউম সমন্বয়বাদী। তিনি বলেন, মানুষের জীবনের প্রধান দুটি দিকের কোনোটি অগ্রাহ্য করা উচিত নয়।

এ কথা ঠিক,

> মানুষ চিন্তাশীল যুক্তিপ্রবণ প্রাণী (a reasonable being), সুতরাং বিচার বিশ্লেষণ ও বৌদ্ধিক অন্বেষণ থেকে সে মানসিক পুষ্টি আহরণ করে—
>
> Man is a reasonable being ; and as such, receives from science his proper food and nourishment.
>
> —E. I. 3

কিন্তু এ কথাও অনস্বীকার্য যে,

মানুষ সামাজিক প্রাণী, এবং মানুষের এ দিকও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

Man is a sociable no less than a reasonable being.

আবার,

মানুষ সক্রিয় জীবও বটে। —E, I, 3

Man is also an active being.....

হিউম বলেন : মানুষের জীবনের এ দিকগুলির কোনোটি অগ্রাহ্য করা উচিত নয়। এ কথার অর্থ, আমরা এমন দর্শন অনুমোদন করব না—যার যৌক্তিক বা বৌদ্ধিক ভিত্তি নেই, যা কেবল অভিজ্ঞতানির্ভর ও বাস্তবমুখী। আবার, আমরা এমন দর্শনও অনুমোদন করব না, যা কেবল যুক্তিতর্কসর্বস্ব জল্পনা-কল্পনা—যে দর্শন কেবল বিশ্লেষক ও কল্পনাশ্রয়ী, যা সামাজিক কল্যাণের পরিপোষক নয়।

প্রকৃত দর্শন বা অধিবিদ্যা সম্পর্কে হিউমের যা বক্তব্য তিনি তা ব্যক্ত করেছেন প্রকৃতির বয়ানে। প্রকৃতি যেন আমাদের সতর্ক করে দেয় :

তুমি যদি কেবল বিমূর্ত ও নিগূঢ় দর্শন নিয়ে ব্যাপৃত থাক তাহলে তার পরিণতি হবে উদ্বিগ্ন বিষণ্ণতা (pensive melancholy), এবং তোমাকে নিঃসীম অনিশ্চয়তার (endless uncertainty)-এর সম্মুখীন হতে হবে।

প্রকৃতি যেন বলে :

তুমি দর্শন বিজ্ঞানে মগ্ন আছ, ভাল কথা ; কিন্তু তোমার দর্শন বিজ্ঞান যেন সমাজ ও মানুষের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত না হয়।

Let your seience be human, and such as may have a direct reference to action and society. —E, I, 3

প্রকৃতি যেন আমাদের সতর্ক করে দেয় :

দার্শনিক হতে চাও, হও ; কিন্তু দর্শন চর্চা করতে গিয়ে মনে রেখো তুমি মানুষ।

Be a philosopher ; but, amidst all your philosophy, be still a man. —E, I, 4

হিউম দু প্রকার দর্শন বা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ের কথা বলেছেন। উক্ত বিখ্যাত প্রারম্ভ-উদ্ধৃত বাক্যে যখন তিনি দর্শনের কথা বলেন এবং মানুষের

মানবিক দিকের ওপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করতে আমাদের উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেন, তখন স্পষ্টতই দর্শন বলতে তিনি বিমূর্ত জটিল যুক্তিসর্বস্ব দর্শন বোঝেন।

৩

দর্শন ও সমাজকল্যাণ

আর একটা কথা। নব্য দৃষ্টিবাদীরা হিউমকে একজন সংশয়ী ও উগ্র বিশ্লেষণবাদী দার্শনিক বলে চিত্রিত করেন—যেন হিউমের একমাত্র বা প্রধান লক্ষ্য হল যুক্তিসর্বস্ব দার্শনিক বিশ্লেষণ। বিখ্যাত 'be still a man'—এ অনুজ্ঞায় ও আহ্বানে কিন্তু আমরা অন্য এক হিউমের পরিচয় পাই। এ হিউম সমাজমুখী ব্যবহারনিষ্ঠ বাস্তববাদী দার্শনিক। এ হিউমের মতে প্রকৃত দর্শন হবে ঃ

> সমাজ কল্যাণের পরিপোষক।
>
> subservient to the interests of society. —E, I, 5

কোনো দর্শন (যেমন, পাইরোবাদ) গ্রহণযোগ্য কিনা তা নির্ণয় করার একটা মানদণ্ড হল এ প্রশ্ন ঃ

> এ দর্শনের প্রভাব কি সমাজের পক্ষে কল্যাণকর ?
>
> [is] its influence····beneficial to society ?
>
> —E, XII, 127

যদি তা কোনো না কোনো ভাবে সমাজ কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত না হয়, তাহলে তা মূল্যহীন ও গ্রহণের অযোগ্য।

২

অধিবিদ্যা ঃ যথার্থ ও অযথার্থ

[E, I, 7—17]

১

ভূমিকা ঃ অধিবিদ্যার সপক্ষে

হিউম অধিবিদ্যার দাবি খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন—এ উক্তির সমর্থনে সাধারণত ইন্‌ক্যায়ারির সর্বশেষ অনুচ্ছেদটি উল্লেখ করা হয়। এ অনুচ্ছেদে হিউম বলেছেন,

> গ্রন্থাগারে গিয়ে কোনো বই নিয়ে দেখ, গ্রন্থটিতে সংখ্যা বা পরিমাণ সম্বন্ধে কোনো বিশুদ্ধ যুক্তি আছে কিনা। দেখলে, নেই। তাহলে দেখ, এতে বাস্তব সত্য ও ব্যাপারবিষয়ক অনুভবভিত্তিক যুক্তি আছে কিনা। দেখলে, নেই। তাহলে গ্রন্থটিকে অগ্নিতে আহুতি দাও, কেননা এ গ্রন্থে ভ্রান্তি ও কুটতর্ক ভিন্ন আর কিছুই থাকতে পারে না।
>
> If we take in our hand any volume of divinity or school metaphysics, for instance, let us ask : Does it contain any abstract reasoning concerning quantity or number ? No. Does it contain any experimental reasoning concerning matter of fact and existence ? No. Commit it then to the flames : for it can contain nothing but sophistry and illusion.

কিন্তু এ কথা বলা যায় না যে, হিউম অধিবিদ্যার অসম্ভবতা প্রদর্শন করার চেষ্টা করেছেন। বস্তুত তিনি দু জাতীয় অধিবিদ্যার কথা বলেছেন—বলেছেন,

যথার্থ অধিবিদ্যার ও অযথার্থ অধিবিদ্যার কথা। আধিবিদ্যক অনুসন্ধান দুঃসাধ্য হলেও, হিউমের মতে অধিবিদ্যা অসম্ভব নয়। কেবল তাই নয়, হিউম অধিবিদ্যা চর্চা অনুমোদন করেন। তবে তিনি "মিথ্যা" অধিবিদ্যা পরিহার করে যথার্থ অধিবিদ্যা অনুসন্ধানের কথা বলেছেন।

ইন্‌ক্যায়ারির প্রথম বিভাগে হিউম এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, এ গ্রন্থে তার লক্ষ্য হল মানুষের বিভিন্ন মানস শক্তিসামর্থ্য ও প্রবণতার নিখুঁত বিশ্লেষণ, বিভিন্ন মানসিক ক্রিয়ার যথাযথ শ্রেণীকরণ—এক কথায়, মনোরাজ্যের একটি নির্ভুল মানচিত্র (mental geography) রচনা। এ প্রসঙ্গে তিনি যথার্থ অধিবিদ্যা ও অপ-অধিবিদ্যার পার্থক্যের কথা, এবং দু-প্রকার অনুসন্ধান পদ্ধতির কথা, বলেছেন। হিউমের মতে, অপ-অধিবিদ্যা থেকে রেহাই পেতে গেলে দরকার সুনির্দিষ্ট ও সঙ্গত যুক্তি (accurate and just reasoning)। তাছাড়া দরকার, মানুষের মানসিক শক্তি সামর্থ্যের সীমা নির্ধারণ। যদি আমরা আমাদের মানসিক শক্তির সীমা নির্ণয় করতে পারি—কোন্ ব্যাপার মানুষের জ্ঞেয়, কোন্ ব্যাপার অজ্ঞেয়, তার সীমা নির্ণয় করতে পারি, তাহলে বলতে পারব ঃ এ সীমার অতিবর্তী প্রদেশে যা অবস্থিত তার সম্পর্কে কোনো আলোচনা সম্ভব নয়। তার সম্পর্কে যে আলোচনা তা দর্শন বা অধিবিদ্যা বলে গণ্য হতে পারে না, তা হল অপ-অধিবিদ্যা।

এখানে হিউম অধিবিদ্যা সম্পর্কে যা বলেছেন, তার সঙ্গে কাণ্টের অধিবিদ্যা বিষয়ক মতের একটা বিস্ময়কর সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। আমরা আগেই বলেছি, হিউম সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা হল এই—তিনি অধিবিদ্যা খণ্ডন করা চেষ্টা করেছেন। বস্তুত কাণ্টের মতো হিউমও যথার্থ অধিবিদ্যার ভিত্তি স্থাপন করতে চেয়েছেন, এবং চেয়েছেন অপ-অধিবিদ্যা থেকে যথার্থ অধিবিদ্যাকে পৃথক করতে।

২

যথার্থ ও অযথার্থ অধিবিদ্যা

তাঁর আমলে অধিবিদ্যা বলে যা প্রচলিত ছিল সে সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে হিউম বলেন ঃ অধিবিদ্যা অনেক ভ্রান্তি ও অনিশ্চয়তার উৎস হিসাবে কাজ করেছে, এবং এরূপ অধিবিদ্যা প্রকৃত বিজ্ঞান বলে বলে গণ্য হতে পারে না। এ জাতীয় অধিবিদ্যা এমন বিষয় নিয়ে অনুসন্ধান করে এবং জ্ঞান আহরণ

করার চেষ্টা করে যা মানবিক বুদ্ধির অগম্য। ফলে এরূপ অধিবিদ্যায় ধর্মীয় কুসংস্কার ও অন্ধ-বিশ্বাসে পর্যবসিত হওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। হিউম অধিবিদ্যা সম্পর্কে যা বলেছেন, তার থেকে বোঝা যায়, তার মতে—যথার্থ অধিবিদ্যা অজ্ঞেয় অতীন্দ্রিয় বিষয় সংক্রান্ত আলোচনা থেকে বিরত থাকে। কিন্তু অপ-অধিবিদ্যা অতীন্দ্রিয় জগৎ সম্পর্কীয় অনুসন্ধানে লিপ্ত হয়, এবং ফলে এরূপ অধিবিদ্যা এমন সমস্যায় ও স্ববিরোধিতার জালে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে যে, সে জাল ছিন্ন করে মুক্ত হওয়া অধিবিদ্যার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে।

কিন্তু এভাবে বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও, অধিবিদ্যা বর্জন করা বা আধিবিদ্যক অনুসন্ধান থেকে বিরত থাকা কোনো ভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। এতদিন পর্যন্ত আমরা অধিবিদ্যা থেকে সুনিশ্চিত জ্ঞান পাই নি—কেবল এ হেতুর ওপর নির্ভর করে এ সিদ্ধান্তে আসা অসঙ্গত যে, অধিবিদ্যা বর্জনীয়। হিউম বলেন, অধিবিদ্যার অতীত কৃতি দেখে হতাশ না হয়ে, আমাদের উচিত নতুন উদ্যমে, যত্নসহকারে, যথাযথ আধিবিদ্যক অনুসন্ধানে লিপ্ত হওয়া (to cultivate true metaphysics with some care)।

আমরা আগেই কাণ্টের সঙ্গে হিউমের সাদৃশ্যের কথা বলেছি। কাণ্টের মতো, হিউমও বিজ্ঞানের ইতিহাস থেকে উদাহরণ সংগ্রহ করেছেন। কাণ্ট গণিত ও পদার্থবিদ্যার ইতিহাসের কথা বলেছেন; প্রশ্ন তুলেছেন: এসব বিজ্ঞান যদি সুনিশ্চিত জ্ঞানের সন্ধান দিতে পারে, তাহলে অধিবিদ্যায় কেন আমরা সুনিশ্চিত জ্ঞানের সন্ধান পাই না? হিউম জ্যোতির্বিদ্যার কথা উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন: এ বিদ্যা বিজ্ঞান বলে পরিগণিত হয়—এতে যে সব নীতি ও নিয়মের কথা বলা হয় সেগুলি আমরা সত্য বলে গ্রহণ করি; আধিবিদ্যক অনুসন্ধানের ফলেও আমরা অনুরূপভাবে সত্যের সন্ধান পাব না কেন?

হিউম বলেন, যথার্থ অধিবিদ্যার কাজ হবে জ্ঞানের সীমা লঙ্ঘন না করে, অজ্ঞেয়ের পেছনে না ছুটে, বিশুদ্ধ যুক্তিতর্কের ওপর নির্ভর করে—কেবল বিমূর্ত সত্য নয়, অভিনব সত্য (truth with novelty) অনুসন্ধান করা। পুনরুক্তি করে বলতে পারি, হিউমের মতে: দার্শনিক ভ্রান্তি-বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত থাকার একমাত্র উপায় হল—সুনির্দিষ্ট ও সঙ্গত যুক্তি (accurate and just reasoning)। দ্বিতীয়ত, তাঁর মতে, যথার্থ অধিবিদ্যার ভিত্তি হল মানুষের

মনের শক্তি সামর্থ্যের বিচার বিশ্লেষণ, তার পরিধি-নির্ণয় ও মানস মানচিত্র রচনা। হিউমের কথায় ঃ

> The only method of freeing learning, at once, from abstruse questions, is to enquire seriously into the nature of human understanding and show, from an exact analysis of its powers and capacity, that it is by no means fitted for such remote and abstruse subjects. —E, I, 6

আমাদের অনুসন্ধানকে যদি দুর্বোধ্য সমস্যার মোহ থেকে মুক্ত করতে হয় তাহলে দরকার মানবিক বুদ্ধির স্বরূপ সম্পর্কে গভীর অনুসন্ধান, এবং বুদ্ধির শক্তি ও সামর্থ্য বিচার করে দেখানো যে—এমন এমন বিষয় দুর্বোধ্য, দুরধিগম্য, মানবিক বুদ্ধির অগম্য।

৩

অধিবিদ্যার প্রয়োজন

এ কথা ঠিক, সাধারণ মানুষ অধিবিদ্যা সম্পর্কে উদাসীন, সংশয়ী, এমনকি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে, ও অধিবিদ্যা বর্জনের কথা বলে। কিন্তু হিউম মনে করেন যে, বিমূর্ত ও নিগূঢ় দর্শনের (abstract and profound philosophy-এর)—যে বিমূর্ত ও অনুপুঙ্খ দর্শনের (the accurate and abstract philosophy-এর) অন্য নাম অধিবিদ্যা তার—সপক্ষে কয়টি কথা বলা যায়।

> এরূপ দর্শন থেকে আমরা এ সুবিধা পাই—এ জাতীয় দর্শন সরল ও সংবেদনশীল দর্শনের সহায়ক, এরূপ দর্শন শেষোক্ত রূপ দর্শনের ভিত্তি সুদৃঢ় করে।
>
> .....one considerable advantage, which results from the accurate and abstract philosophy, is its subserviency to the easy and the humane..... —E, I, 4

যে স্পষ্টতা ও সুনির্দিষ্টতার কথা বলা হল তা কেবল দর্শনে বিজ্ঞানে নয়, যেকোনো বিষয়ে—যেমন চিত্রাঙ্কনে, ভাস্কর্যে—অত্যাবশ্যক। ধরা যাক, শিল্পী

ভেনাস্‌কে নিখুঁতভাবে রঙে রেখায় বা মর্মরে রূপায়িত করতে চায়। তাহলে তাকে মানবদেহের আন্তর গঠন, পেশীবিন্যাস, অস্থিসংস্থান ইত্যাদি সম্পর্কে সুস্পষ্ট, অনুপুঙ্খ জ্ঞান অর্জন করতে হবে। বিমূর্ত দর্শন এ জাতীয় জ্ঞানের সঙ্গে তুলনীয়—এ দর্শন ছাড়া সাধারণ গণগ্রাহ্য জনপ্রিয় দর্শন স্পষ্টতা ও সুনির্দিষ্টতা অর্জন করতে পারে না।

বিমূর্ত দর্শনের সঙ্গে বাস্তবজীবনের সম্বন্ধ ক্ষীণ—এ কথা ঠিক। কিন্তু

এ দর্শনচর্চাই রাজনীতিবিদকে দূরদৃষ্টি অর্জনে সাহায্য করে, আইনজীবীকে তার যুক্তিতে আরও শৃঙ্খলা আনতে ও সুষ্ঠুতর সূত্র আবিষ্কার করতে সাহায্য করে; সেনাপতিকে তার পরিকল্পনা ও অভিযানে আরও সতর্কতা আনতে, শৃঙ্খলাবোধকে আরও শাণিত করে তুলতে, সাহায্য করে।

The politician will acquire greater foresight and subtility··· the lawyer more method and finer principles in his reasoning, the general more regularity in his discipline and more caution in his plans and operations. —E, I, 5

হিউম বলেন,

যদি অধিবিদ্যার (বিমূর্ত ও নিগূঢ় দর্শনের) আর কোনো উপযোগিতা নাও থাকত, যদি তা কেবল নির্দোষ কৌতূহলের বিষয় হত, তাহলেও এর মূল্য অস্বীকার করা যেত না। কেননা মানুষের নির্মল আনন্দ লাভের যেসব নির্দোষ উপায়, অধিবিদ্যাচর্চা তার অন্যতম।

Were there no advantage to be reaped from these studies, beyond the gratification of an innocent curiosity, yet ought not even this be despised; as being one accession to those few and harmless pleasures which are bestowed on human race. —E, I, 5

৩

ধারণার উৎপত্তি ঃ ছাপ ও ধারণা

[E, II]

১

ভূমিকা ঃ ছাপ ও ধারণা

Of the Origin of Ideas নামক অধ্যায়ে আমরা সাক্ষাৎ পাই হিউম-ঘোষিত দৃষ্টিবাদের মূল নীতির ঃ আমরা সব ধারণা পাই ইন্দ্রিয়ানুভব থেকে, ধারণামাত্রই ইন্দ্রিয়ানুভবলব্ধ ছাপের (impression এর) প্রতিরূপ। হিউমের আগেও অনেকে ধারণা কথাটি প্রয়োগ করেছেন। তবে কথাটি কোনো সুনির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হত না; কথাটিতে ছিল একটা বিভ্রান্তিকর অনেকার্থতা। হিউম ধারণা কথাটি একটা সুনির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করেছেন, কথাটির সংজ্ঞা দিয়েছেন। এবং "ধারণা"র সংজ্ঞা দিতে গিয়ে একটা নতুন শব্দ উদ্ভাবন করেছেন। এ শব্দটি হল impression—যার প্রতিশব্দ হিসাবে আমরা ছাপ কথাটি ব্যবহার করেছি। "ছাপ"-এর বদলে "মুদ্রন"ও ব্যবহার করা যায়।

২

ধারণার উৎস

কোনো উদ্দীপক সরাসরি কোনো ব্যক্তির কোনো ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপ্ত করলে, ইন্দ্রিয় যা গ্রহণ করে, ব্যক্তির মনে যে দাগ কাটে, মনে যা প্রতিভাত বা মুদ্রিত হয়, হিউম তাকেই বলেছেন impression বা ছাপ।

হিউম বলেন,

> যখন আমরা শুনি, দেখি, অনুভব করি, ভালবাসি, ঘৃণা করি, ইচ্ছা করি—তখন আমাদের যে বোধ, প্রাণবন্ত বোধ, হয় তাই আমি বোঝাচ্ছি impression বা ছাপ কথাটি দিয়ে।

> By the term impression ...I mean all our more lively perceptions, when we hear or see, or feel, or love or hate or desire or will. —E, II, 11

Impression বলতে হিউম যা বোঝেন সাম্প্রতিক কালের দার্শনিকরা তাকেই sense datum, অক্ষোপাত্ত বা ইন্দ্রিয়োপাত্ত বলে উল্লেখ করেন। কাজেই আমরা "impression"-এর প্রতিশব্দ হিসাবে "অক্ষোপাত্ত" ব্যবহার করতে পারতাম।

একটা উদাহরণ। যখন কোনো লাল বস্তু দেখি তখন আমার মনে লালের যে ছাপ পড়ে তা হল একটা ইম্প্রেশন। অপরপক্ষে, লাল বস্তুটি অপসারিত হলে, অথবা চোখ বন্ধ করে লালের কল্পনা করলে, লালের যে স্মরণ হয় তা হল লালের ধারণা বা আইডিয়া। লক্ষণীয়, এখানে ধারণা করা মানে কল্পনা করা, স্মরণ করা। হিউমের মতে ধারণা হল ছাপের বা অক্ষোপাত্তের প্রতিচ্ছবি। ধারণা অনুষঙ্গী ছাপের ওপর নির্ভরশীল, ছাপ ধারণার আবশ্যিক শর্ত। আগে ক-এর ছাপ না হলে ক-এর ধারণাও হতে পারে না।

হিউমের প্রখ্যাত মতবাদটি এভাবে ব্যক্ত করা যায়ঃ যে বিষয়ে ছাপ হয় নি তার ধারণাও হতে পারে না। যথা, লাল রঙের ধারণা করতে হলে আগে লালের ইন্দ্রিয়ানুভব হওয়া দরকার। অন্ধ ব্যক্তি লালের ধারণা করতে পারে না; কেননা তার লালের ছাপ নেই। মনোজগৎ সংক্রান্ত ধারণা সম্পর্কেও হিউম উক্ত সূত্রটি প্রয়োগ করেন। যথা, যার ব্যথার অনুভব হয় নি, যার মনে ব্যথার ছাপ পড়ে নি, সে ব্যথার ধারণা করতে পারবে না। যার ঘৃণার অনুভব হয় নি, তার ঘৃণার ধারণা থাকতে পারে না। স্পষ্টতই এখানে অনুভব বলতে বুঝছি ইন্দ্রিয়ানুভব।

ধারণার উৎপত্তির কথা বলতে গিয়ে হিউম প্রথমেই ধারণা ও ছাপের মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেনঃ ছাপ হল স্পষ্ট উজ্জ্বল বা প্রাণবন্ত; অপরপক্ষে, ধারণা ছাপের তুলনায় অনেক অস্পষ্ট, দুর্বল, অনুজ্জ্বল বা নিষ্প্রভ। তিনি আরও বলেনঃ ধারণা ও ছাপের পার্থক্য এতই স্পষ্ট যে, আমরা দুর্বলতম ছাপকেও ধারণা বলে ভুল করি না; আবার, অত্যন্ত প্রাণবন্ত ধারণাকেও ছাপ বলে ভুল করি না।

> ঔজ্জ্বল্যের দিক থেকে সবচেয়ে প্রাণবন্ত ধারণাও অস্পষ্টতম সংবেদনের (মানে, ছাপের) চেয়ে হীনবল।

The most lively idea is still inferior to the dullest sensation.

—E, II, 10

এ প্রসঙ্গে হিউম বলেন, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, মানুষের চিন্তনক্ষমতার স্বাধীনতা সীমাহীন। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে,

আমাদের ইন্দ্রিয়লব্ধ উপাদানকে যুক্ত বিযুক্ত করার, বিভিন্নভাবে বিন্যস্ত করার, এসব উপাদানকে বাড়ানো কমানোর, স্বাধীনতা—এ স্বাধীনতা ছাড়া চিন্তার স্বাধীনতা বলতে আর কিছু বোঝায় না।

.....all this creative power of mind amounts to no more than the faculty of compounding, transposing, augmenting or diminishing materials afforded us by the senses and experience.

—E, II, 11

যখন আমরা একটা সোনার পাহাড়ের কথা চিন্তা করি, তখন প্রকৃতপক্ষে আমরা দুটি পূর্বজ্ঞাত ধারণাকে সংযুক্ত করি—সোনা ও পাহাড়ের ধারণাকে সংযুক্ত করি। হিউমের মতে,

আমাদের সমস্ত চিন্তন-উপকরণই আমরা সংগ্রহ করি বাহ্য নয়ত আন্তর অনুভব থেকে।

All the materials of our thinking are derived either from our outward or inward sentiment.

—E, II, 11

কেবল এদের বিভিন্নভাবে বিন্যাসকরণের বেলাতেই আমাদের মন সক্রিয়। আর উপাদান গ্রহণের বেলায় মন নিষ্ক্রিয়।

পুনরুক্তি করে বলি, হিউমের মতে ঃ

আমাদের সব ধারণা, বা দুর্বলতর বোধ, হল কোনো ছাপের বা অধিকতর সবল, মানে প্রানবন্ত, প্রত্যক্ষের প্রতিরূপ।

All our ideas or more feeble perceptions are copies of our impressions or more lively ones.

—E, II, 11

৩

ধারণা মাত্রই মুদ্রণনির্ভর—এ উক্তির সমর্থন ঃ দুটি হিউমীয় যুক্তি

এ মতবাদের সমর্থনে হিউম দুটি যুক্তি উত্থাপন করেছেন।

হিউমের প্রথম যুক্তি

> যখন আমরা কোনো চিন্তা বা ধারণা বিশ্লেষণ করি, তখন আমরা সব সময় দেখিঃ সে ধারণা যতই জটিল বা মহীয়ান হোক না কেন, ধারণাটিকে কতকগুলি সরল ধারণায় পর্যবসিত করা যায়—এমন সরল ধারণায় বিশ্লেষণ করা যায়, যে ধারণাগুলি পূর্ববর্তী কোনো বোধের, সংবেদনের বা ছাপের প্রতিরূপ।
>
> When we analyze our thoughts or ideas, however compounded or sublime, we always find that they resolve themselves into such simple ideas as were copied from a precedent feeling or sentiment.
>
> —E, II, 11

উদাহরণ হিসাবে ঈশ্বরের ধারণা নিয়ে হিউম বলেছেন ঃ ঈশ্বর বলতে আমরা বুঝি—এক অমিতধী, অমিতপ্রজ্ঞ ও অমিত শিবাত্মক পুরুষ (an infinitely intelligent, wise and good being)। এ ধারণাটির উৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ আমাদের বিভিন্ন নৈতিক গুণ, বুদ্ধিমত্তা, প্রভৃতি গুণকে মননক্রিয়ায় সীমাহীনভাবে পরিবর্ধিত করে আমরা গঠন করি ঈশ্বরের ধারণা।

ধারণা মাত্রই অনুভবলব্ধ, যে বিষয়ে অনুভব হয় নি সে বিষয়ে ধারণা হতে পারে না—এ মতবাদের সমর্থনে হিউম একটা চ্যালেঞ্জ* জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ এ মত খণ্ডন করতে হলে প্রয়োজন কোনো বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত দেখানো, দৃষ্টান্ত হিসাবে এমন কোনো ধারণা দেখানো যা অনুভব থেকে আসে নি। এক কথায়, হিউমের চ্যালেঞ্জ হল এই ঃ তোমরা আমার দাবীর বিরুদ্ধ-দৃষ্টান্ত দেখানোর চেষ্টা কর; দেখবে, কোনো বিরুদ্ধ দৃষ্টান্তের সন্ধান পাওয়া যায় না।

---

* বস্তুত Treatise-এর Book I, Part I, Sect. I, পৃঃ 13-এতে হিউম challenge কথাটি ব্যবহার করেছেন।

হিউমের দ্বিতীয় যুক্তি

হিউম বলেন : যদি কোনো ব্যক্তি তার কোনো ইন্দ্রিয়ের অপটুত্বের বা ত্রুটির জন্য এক ধরনের সংবেদন লাভে অসমর্থ হয়, তাহলে সে ব্যক্তি অনুষঙ্গী ধারণা গঠন করতে পারে না। যথা, অন্ধ ব্যক্তি রঙের ধারণা করতে পারে না, বধির ব্যক্তি শব্দের ধারণা করতে পারে না। মানুষের আবেগের ক্ষেত্রেও এ কথা খাটে। যথা, মিতাচারী বা অচঞ্চলচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে পরিকল্পিত প্রতিহিংসার বা নৃশংসতার ধারণা করা সম্ভব নয়; চরম স্বার্থপর ব্যক্তি মহানুভবতার ধারণা গঠন করতে পারে না। সুতরাং হিউমের সিদ্ধান্ত হল : যে বিষয়ে অনুভব হয় নি সে বিষয়ে ধারণা গঠনও সম্ভব নয়।

৪

বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত

হিউম নিজেই কিন্তু একটা বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, ছাপ ছাড়া ধারণা হতে পারে না—এ সূত্রের একটা ব্যতিক্রম দেখানো যায়। ধরা যাক, কোনো ব্যক্তি একটি বিশেষ আভার নীল রঙ ভিন্ন অন্য সব রঙ প্রত্যক্ষ করেছে। আরও ধরা যাক, ঐ বিশেষ আভার নীলটি বাদ দিয়ে সমস্ত নীল রঙকে উজ্জ্বলতার তারতম্য অনুসারে বিশেষ ক্রমে বিন্যস্ত করে ঐ ব্যক্তির সামনে তুলে ধরা হল। প্রশ্ন হচ্ছে : ঐ ব্যক্তি কি অপ্রদর্শিত রঙটি, "হারানো" নীলটি, সম্বন্ধে ধারণা করতে পারবে না? হিউম বলেন, ঐ ব্যক্তি নীলমালার এক জায়গায় একটি ফাঁক লক্ষ করবে; তার মনে হবে, এখানে আর একটি আভার নীল থাকার কথা। এবং অন্য সব বর্ণের আর সাদা কাল বোধের ও অন্যান্য নীলাভা বোধের ভিত্তিতে সে অপ্রদর্শিত নীল সম্বন্ধে ধারণা করতে পারবে। তার মানে, হিউম স্বীকার করেন যে, এ ক্ষেত্রে ছাপ ছাড়াও ধারণার উদ্ভব হতে পারে।

ওপরে যে ব্যাপারের কথা বলা হল হিউম তাকে একটি বিরুদ্ধ ব্যাপার ("a contradictory phenomenon") বা ব্যতিক্রম বলে বর্ণনা করেছেন;

বলেছেন, এ অসাধারণ দৃষ্টান্তটি এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়, অন্তত তার সূত্রটি পরিবর্তন ঘটাবার মত লক্ষণীয় ব্যাপার নয়।

> ....this instance is so singular that it is scarcely worth our observing... —E, II, 13
>
> এ দৃষ্টান্তটি এমনই অসাধারণ যে এটি আমাদের লক্ষ করার মত বিষয় নয়।

কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য যে, বিরুদ্ধ দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এ বিরুদ্ধ ব্যাপারটি স্বীকার করে নিয়েছেন বলে হিউমকে এ কথাও অবশ্যই মেনে নিতে হবে: ছাপ ছাড়া ধারণা হয় না—এ সার্বিক উক্তিটি সত্য নয়।

৪

ছাপ ও ধারণা

[E, II]

১

ভূমিকা : প্রত্যক্ষ, "Perception"

হিউমের দার্শনিক তন্ত্রের একটি মূল হেতুবাক্য হল এই : আমাদের সব মানস উপকরণকে দু ভাগে বিভক্ত করা যায়—impression ও idea। আমরা এ কথা দুটির প্রতিশব্দ হিসাবে যথাক্রমে "ছাপ" ও "ধারণা" ব্যবহার করছি। "ছাপ"-এর বদলে "মুদ্রণ" ব্যবহার করা যায়, আর "ধারণা"র বদলে "ভাবনা" (কেননা, হিউম "Thoughts or Ideas"-এর কথা বলেছেন)।

আরও একটা কথা। আমরা হিউম-ব্যবহৃত "perception of the human mind"-এর "perception"-এর প্রতিশব্দ হিসাবে "মানস উপকরণ" কথাটি ব্যবহার করেছি। হিউমের প্রয়োগ অনুসারে,

> ...to hate, to love, to think, to feel, to see—all this is nothing but to perceive. —Treatise
>
> ঘৃণা করা, ভালবাসা, চিন্তা করা, অনুভব করা, দেখা—এ সবই ত প্রত্যক্ষ করা [প্রত্যক্ষকরণের বিভিন্ন প্রকার]।

ইন্‌ক্যুয়ারিতে হিউম বলেছেন,

> [We have] perceptions when we hear, or see, or feel, or love, or hate, or desire, or will. —E, II, 11
>
> যখন আমরা শুনি, দেখি, অনুভব করি, ভালবাসি, ঘৃণা করি, কামনা করি, ইচ্ছা করি—তখনই আমাদের প্রত্যক্ষ হয়।

এ উদ্ধৃতিগুলি থেকে বোঝা যায়, হিউম perception কথাটি ব্যবহার করেছেন অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে। প্রসঙ্গত, যাকে তিনি ধারণা বা ভাবনা বলে উল্লেখ করেন তাও perception। এ অর্থে perception বলতে বোঝায়—

মানস উপকরণ বা চেতনার উপকরণ। এজন্য হিউম তন্ত্রের প্রথম হেতুবাক্যটি আমরা ব্যক্ত করেছি এভাবে : আমাদের মানস উপকরণকে দু ভাগে ভাগ করা যায়—ছাপ ও ধারণা।

২

ছাপ ও ধারণার পার্থক্য

প্রশ্ন হল, ছাপের বৈশিষ্ট্য কী, ধারণারই বা কী বৈশিষ্ট্য? প্রশ্নটি এভাবেও উত্থাপন করতে পারি—কোন মানদণ্ড, নির্ণায়ক বা বিভেদক প্রয়োগ করে ছাপ ও ধারণার মধ্যে পার্থক্য করা যাবে? এ প্রসঙ্গে হিউম থেকে একটা উদ্ধৃতি :

> we may divide all the perceptions of the mind into two classes or species which are distinguished by their different degrees of force and vivacity. —E, I, 10
>
> মানস উপকরণকে দুটি শ্রেণী বা প্রকারে ভাগ করা যায় : এ প্রকার দুটি পৃথক [কেবল] এদের শক্তি ও প্রাণবন্ততার মাত্রার দিক থেকে।

এ উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায়, হিউমের মতে ছাপ ও ধারণার পার্থক্য হল এদের শক্তির ও প্রাণবন্ততার মাত্রার পার্থক্য। হিউম বলেন :

> ছাপ হল স্পষ্ট, উজ্জ্বল, বলিষ্ঠ বা প্রাণবন্ত। ছাপ আমাদের মনে অতি সবলে প্রবেশ করে। আর ধারণা হল অস্পষ্ট, অনুজ্জ্বল নিষ্প্রভ বা দুর্বল।

হিউম যে নির্ণায়ক প্রয়োগ করে ছাপ ও ধারণার পার্থক্যকরণের কথা বলেছেন, আমরা সে নির্ণায়কের যাথার্থ্য বিচার করব। ছাপ ও ধারণার পার্থক্য করতে গিয়ে হিউম এ শব্দগুলি প্রয়োগ করেছেন :

> strength, force, liveliness, vivacity
>
> বলিষ্ঠতা, শক্তি, সজীবতা, প্রাণবন্ততা।

হিউম বলেন, মুদ্রণ বা ছাপ হল বলিষ্ট, শক্তিশালী, সজীব ও প্রাণবন্ত। অপরপক্ষে, ভাবনা বা ধারণা হল নির্জীব, দুর্বল, নিষ্প্রভ। তিনি বলেন, ছাপ ও ধারণার পার্থক্য এত স্পষ্ট যে, আমরা দুর্বলতম ছাপকেও ধারণা

বলে, আর বলিষ্ঠ ধারণাকেও ছাপ বলে, ভুল করি না। যথা, অতি-মৃদু-আলোতে-দেখা বস্তুর ছাপকে একটা কল্পিত বস্তুর ধারণা বলে ভুল করি না।

বলা বাহুল্য, "উজ্জ্বল", "প্রাণবন্ত"—এ বিশেষণগুলি ঔপমিক। তবে ধরা যাক, এদের অর্থ আমরা বুঝতে পারি। তবু হিউম-কথিত মানদণ্ডের সাহায্যে ছাপকে ধারণা থেকে সহজে পৃথক করা যায় না। হিউম নিজেই স্বীকার করেন, প্রলাপী জ্বরে বা উন্মত্ততায় ধারণা বা কল্পিত বিষয়ও ছাপের মত প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এ রকম ক্ষেত্রকে হিউম অস্বভাবী দৃষ্টান্ত বলে অগ্রাহ্য করেছেন। কিন্তু এরকম দৃষ্টান্তকে ব্যতিক্রম বা অস্বভাবী দৃষ্টান্ত বলে অগ্রাহ্য করা অসঙ্গত। স্বভাবী অবস্থায়ও 'এটা ছাপ, না ধারণা'—এ সংশয় হতে পারে। যথা, আমার বন্ধুরা বলল—ঐ দূরস্থ বৃক্ষশাখায় একটি পাখি বসে আছে। আমি মনোযোগ সহকারে দেখার চেষ্টা করছি, এবং আমার যেন মনে হচ্ছে, আমিও পাখিটি দেখতে পাচ্ছি। এক্ষেত্রে আমার সংশয় হতে পারে: আমি কি সত্যই দেখছি, নাকি কেবল কল্পনা করছি? সংশয় হতে পারে—এটা ছাপ না ধারণা (কল্পনা)? আর একটি দৃষ্টান্ত। আমি ক-কে ঘৃণা করছি বলে মনে করি। এ ব্যাপারেও আমার সংশয় হতে পারে: আমার এ বোধ কি ঘৃণা? নাকি আমার ঘৃণা বোধ হয়েছে বলে আমি কল্পনা করছি? নাকি, এ বোধ ঘৃণা নয়, হিংসা?

দেখা গেল, ছাপ ও ধারণার পার্থক্য এতই স্পষ্ট যে, ছাপকে ধারণা বলে, বা ধারণাকে ছাপ বলে, ভুল হয় না—হিউমের এ উক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা আরও দেখলাম, হিউম-কথিত মানদণ্ড দিয়ে, সবলতা—দুর্বলতা, ঔজ্জ্বল্য—নিষ্প্রভতার মানদণ্ড দিয়ে, ধারণা থেকে ছাপকে সব সময় পৃথক করা যায় না।

৩

একটা প্রস্তাবের সমালোচনা

মনে হতে পারে, এভাবে অতি সহজে ছাপ ও ধারণার পার্থক্য করা যায়। ছাপের কারণ হল কোনো বাস্তব বস্তু, কিন্তু ধারণার পেছনে এ জাতীয় কোনো বস্তু নেই। ধারণার কারণ মানসিক—অন্য কোনো ধারণা, বা ছাপ, বা স্নায়ুতন্ত্রে কোনো পরিবর্তন। এ মানদণ্ড অনুসারে কোনো দার্শন সংবেদনের কারণ হল কোনো আলোক রশ্মি, সুতরাং দার্শন সংবেদন ছাপ বা

মুদ্রণ বলে গণ্য, কিন্তু কোনো দার্শন মনশ্চিত্রের পেছনে এ জাতীয় কোনো কারণ নেই। কাজেই এ মনশ্চিত্র হল ধারণা।

এ প্রস্তাবিত মানদণ্ডও কিন্তু গ্রহণযোগ্য নয়। এ মানদণ্ডের বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত আপত্তিগুলি ওঠে।

প্রথমত, এ মানদণ্ড মেনে নিলে এ কথাও স্বীকার করতে হয় যে—ছাপ ও ধারণার মধ্যে কোনো স্বধর্মগত (intrinsic) পার্থক্য নেই। এদের পার্থক্যের হেতু কারণের বিভিন্নতা।

দ্বিতীয়ত, আবেগ প্রক্ষোভের ক্ষেত্রে এ মানদণ্ড প্রযোজ্য নয়। একটা উদাহরণ। ওথেলোর মনস্থিত ঈর্ষা ছিল বাস্তব ঈর্ষা; অর্থাৎ এ ঈর্ষা কেবল ঈর্ষার ধারণা নয়, একটি মুদ্রণ বা ছাপ। অথচ এ বাস্তব ঈর্ষা-বোধের কারণ ছিল কাল্পনিক।

তৃতীয়ত, এ মানদণ্ড মেনে নিলে মুদ্রণ-অতিশায়ী বহির্জগতের অস্তিত্ব মেনে নিতে হয়। কিন্তু হিউম বিনা বিচারে বহির্জগতের অস্তিত্ব মেনে নিতে পারেন না। তা ছাড়া, তাঁর মতে ছাপ ও ধারণার যে পার্থক্য তা অনুভবগম্য। অর্থাৎ অন্য কোনো বাহ্য নির্ণায়কের আশ্রয় না নিয়েই, কেবল অনুভবের ওপর নির্ভর করে, এ দুটি মানস উপকরণের মধ্যে পার্থক্য করতে পারার কথা।*

৪

ছাপ ও ধারণার মধ্যস্থিত পার্থক্যের তাৎপর্য

আমরা হিউম-প্রস্তাবিত মানদণ্ডটির সমালোচনা করেছি। কিন্তু এ কথা অবশ্য স্বীকার্য যে, ছাপ ও ধারণার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। এবং সাধারণভাবে আমরা ছাপকে ধারণা বলে, বা ধারণাকে ছাপ বলে, ভুল করি না। হিউম ছাপ ও ধারণার পার্থক্যের কথা বলতে গিয়ে যা বলতে চেয়েছিলেন বলে আমাদের মনে হয়, তা আমরা এভাবে ব্যক্ত করতে পারি। আমরা কোনো জটিল-ধারণা-বোধক শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করতে অন্য শব্দ প্রয়োগ করি। যথা, "গগনচুম্বী-অট্টালিকা" কথাটির অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমরা "দীর্ঘ", "উচ্চ", "গগন", "শালী", "চুম্বী" বা "চুম্বন"—এসব শব্দ ব্যবহার করি। কেউ যদি

* Macnabb. D. G. C.: David Hume, পৃঃ ২৪

এ শব্দগুলির অর্থ বুঝতে চায়, তাহলে আমরা আবার অন্য শব্দের সাহায্য নিই। এভাবে এগিয়ে গিয়ে আমরা শেষ পর্যন্ত এমন কতকগুলি শব্দে উপনীত হই—যে শব্দগুলির আর সংজ্ঞা দেওয়া যায় না, অথবা বলতে পারি, যে শব্দগুলির কেবল দৃষ্টান্ত-প্রদর্শক সংজ্ঞা (ostensive definition) দেওয়া যায়, যথা—"লাল", "নীল" ইত্যাদি। এ রকম শব্দ-নির্দেশিত বস্তুর অনুভবে যা পাই তা হল ছাপ, কেননা "লাল", "নীল"—এ শব্দগুলি যা বোঝায় কেবল বস্তু (লাল বস্তু, নীল বস্তু) প্রদর্শন করেই তা বোঝানো যায়। দৃষ্টান্ত-প্রদর্শক সংজ্ঞা ছাড়া এদের অর্থ বোঝানো যায় না। অপরপক্ষে, "নদী", "পর্বত", "কমলালেবু", "সোনার পাহাড়"—প্রভৃতির অর্থ ব্যাখ্যা করা যায়, এদের জাতিবিভেদকঘটিত সংজ্ঞা (definition per genus et differentiam) দেওয়া যায়। বা বর্ণনামূলক কোনো বাক্য প্রয়োগ করে এ-সব শব্দ-নির্দেশিত বস্তু চিনিয়ে দেওয়া যায়। তাহলে বলতে পারি, যেসব শব্দের অর্থ দৃষ্টান্ত-প্রদর্শক সংজ্ঞা ছাড়া অন্য উপায়ে শেখানো যায় না, সে শব্দগুলি কোনো সরল অবিশ্লেষণীয় গুণ বোঝায়; সে গুণগুলি যখন আমাদের অনুভবে ধরা দেয়, তখন আমরা পাই কোনো ছাপ বা মুদ্রণ। অপরপক্ষে, যে শব্দগুলির অর্থ অন্যভাবে বোঝানো যায়, যথা কোনো বর্ণনার সাহায্যে অর্থ ব্যাখ্যা করা যায়, সে শব্দগুলি যা বোঝায় তার ধারণা হতে পারে, ছাপ হতে পারে না। এক কথায়, আমাদের মনে হয়, যে-অনুভবের বাচক-শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করা যায় না, বা সাধারণভাবে সংজ্ঞা দেওয়া যায় না, তাকে বলে ছাপ। আর যে অনুভব বা মানস উপকরণের বাচক-শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করা যায়, ব্যাখ্যা করা যায়, বর্ণনা দেওয়া যায়, তাকে বলে ধারণা।

৫

ধারণামাত্রই মুদ্রণনির্ভর ঃ এ মতের মূল্যায়ন

[E, II]

১

ভূমিকা ঃ সরল ছাপ ও সরল ধারণা

হিউমের দার্শনিক তন্ত্রের মূলে আছে এ হেতুবাক্য দুটি—

(১) আমাদের সমস্ত অনুভবকে মুদ্রণ (বা ছাপ) ও ধারণা এ দুভাগে ভাগ করা যায়,

(২) (সরল) ধারণা মাত্রই কোনো অনুষঙ্গী মুদ্রণের ধারণা।

প্রথম হেতুবাক্যটি পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখন আমাদের আলোচ্য দ্বিতীয় হেতুবাক্যটি। হিউম এ হেতুবাক্যটি এভাবে ব্যক্ত করেছেন—

> Every simple idea has a simple impression and every simple impression has a correspondent idea.
>
> —Treatise

> প্রত্যেক সরল ধারণার সঙ্গে সম্পৃক্ত কোনো সরল ছাপ। এবং প্রত্যেক সরল ছাপের সঙ্গে সম্পৃক্ত কোনো সরল ধারণা।

এ উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায়, ধারণার মতো, ছাপকেও হিউম দু ভাগে ভাগ করেছেন ঃ সরল ছাপ ও জটিল ছাপ। ছাপ ও ধারণার অনুষঙ্গ বলতে হিউম বোঝেন—সরল ছাপ ও সরল ধারণার আনুরূপ্য।

২

হিউমের প্রমাণ-পদ্ধতি ঃ Challenge পদ্ধতি

আমরা বলেছি, সরল ধারণা ও ছাপের মধ্যে সার্বিক আনুরূপ্য আছে—এটা হিউমের দার্শনিক তন্ত্রের একটা মূল হেতুবাক্য, ভিত্তিস্তম্ভ। এ তত্ত্বটি প্রমাণ

করতে গিয়ে হিউম দুটি যুক্তি উত্থাপন করেছেন। এ যুক্তি দুটি আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে যুক্তি দুটি আবার দেখে নাও (পৃ ১৬—১৭)।

এ প্রমাণ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে একজন ভাষ্যকার বলেছেন, এ সার্বিক আনুরূপ্য প্রমাণের তিনটি অংশ : a report, a request, and a challenge।* প্রথমে হিউম বলেন, তাঁর মনের ধারণাগুলি পরীক্ষা করলে বস্তুত তিনি দেখতে পান যে প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি ধারণা কোনো না কোনো ছাপের প্রতিচ্ছবি। এটা হল report, বাস্তব পর্যবেক্ষণের প্রতিবেদন। তারপর, হিউম তার পাঠকদের অনুরোধ করেন, তারাও যেন অন্তর্দর্শনে তাদের ধারণাগুলির উৎস অনুসন্ধান করেন। তাহলে, হিউমের বিশ্বাস, পাঠকরাও হিউমের প্রতিবেদন সমর্থন করবেন। এটা হল অনুরোধ। এর পরবর্তী পর্ব হল challenge-এর পর্ব। যারা উক্ত মতের—প্রত্যেক সরল ধারণাই কোনো সরল ছাপের প্রতিরূপ, এ মতের—বিরোধিতা করেন তাদের চ্যালেঞ্জ করে হিউম বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত দিতে বলেন ; সরল ধারণার এমন দৃষ্টান্ত দেখাতে বলেন, যার অনুষঙ্গী কোনো ছাপ নেই। হিউম ধরে নেন, এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে কেউ কোনো বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত উত্থাপন করতে সমর্থ হবে না। সুতরাং তিনি মনে করেন, তার মত— সরল ধারণা ও সরল ছাপের মধ্যে সার্বিক আনুরূপ্য আছে, এ মত—প্রতিষ্ঠিত হল।

৩

হিউমের "পরীক্ষণ" : ধারণা ও মনশ্চিত্র

আলোচ্য মতের প্রমাণ হিসাবে হিউম কতকগুলি পরীক্ষণের ("experiments"-এর) কথা বলেছেন। প্রথমত, কোনো শিশুকে লাল বা নারাঙী রঙের, মিষ্ট বা তিক্ততার, ধারণা দিতে হলে, এমন বস্তুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে যাতে লাল, নারাঙী, এসব ধর্ম বর্তমান। অর্থাৎ শিশুকে এসব বিষয়ে ধারণা দিতে হলে লাল, নারাঙী—এসব ছাপ সৃষ্টির চেষ্টা করতে হবে। এ রকম ক্ষেত্রে এ

* The proof of universal correspondence between simple impressions and simple ideas falls into three parts : a report, a request and a challenge.
—Basson : Hume অধ্যায় ৩, পৃঃ ৩৫

কথা কল্পনা করা যায় না যে, আগে ধারণা সৃষ্টি করে তবে শিশুর মনে অনুষঙ্গী ছাপ উৎপাদন করা যাবে। দ্বিতীয়ত, আমরা কোনো ধারণা, যথা, আনারসের স্বাদের ধারণা, গঠন করতে পারি না, যদি না বস্তুত অনুষঙ্গী ছাপের সাক্ষাৎ পাই, যথা, বস্তুত আনারস আস্বাদন করি। তৃতীয়ত, হিউমের আর একটি "পরীক্ষণ" হল এই: যে ব্যক্তি কোনো ইন্দ্রিয়ের বৈকল্য হেতু কোনো বিশেষ প্রকারের ছাপ লাভে বঞ্চিত, তার মনে অনুষঙ্গী ধারণা সৃজন করা সম্ভব নয়। যথা, জন্মান্ধের বর্ণের ধারণা হয় না। যারা জন্ম থেকেই বধির তাদের শব্দের ধারণা হয় না।

ওপরে যে পরীক্ষণের কথা বলা হল তা অবশ্যই প্রমাণ বলে গণ্য নয়। কিন্তু হিউমের সমর্থনে এ কথা বলা যেতে পারে: এ কথা অনস্বীকার্য যে উপরোক্ত উক্তি তিনটি সত্য। কিন্তু এ উক্তিগুলিকে সত্য বলে গ্রহণ করা যায়, কেবল যদি ধারণা বলতে বুঝি মনশ্চিত্র। যেমন, এ কথা অবশ্যই সত্য যে বর্ণান্ধ ব্যক্তির লালের মনশ্চিত্র হতে পারে না। কিন্তু ধারণা বলতে কেবল মনশ্চিত্র বুঝব কেন? মানুষ অতি-বেগনী (ultraviolet) প্রত্যক্ষ করতে পারে না, কাজেই তার অতি-বেগনীর মনশ্চিত্রও হতে পারে না। কিন্তু তাই বলে—এ কথা বলা যায় না, আমাদের কারও, পদার্থ বিজ্ঞানীদেরও, অতি-বেগনীর ধারণা নেই।

ওপরে যা বলা হল তার থেকে বোঝা যাবে—হিউম যে সব পরীক্ষণের কথা বলেছেন, বা ঐ প্রসঙ্গে যে উক্তি করেছেন, তাতে সমর্থন মেলে এ বাক্যটির—

ছাপ ছাড়া মনশ্চিত্র হতে পারে না।

কিন্তু এটি একটি মনস্তাত্ত্বিক বাক্য (psychological proposition) এবং এ জাতীয় বাক্য প্রমাণ করা সহজ নয়, হতে পারে—সম্ভবও নয়। কিন্তু হিউমের "পরীক্ষণ"-এতে বা "পরীক্ষণ"-সংক্রান্ত উক্তিতে, নিম্নোক্ত জ্ঞানতাত্ত্বিক বাক্যটির (epistemological proposition-এর) সমর্থন মেলে না:

ছাপ ছাড়া ধারণা বা ভাবনা থাকতে পারে না।

অথচ এ জ্ঞানতাত্ত্বিক বাক্যটির সত্যতা প্রতিষ্ঠাই ছিল হিউমের লক্ষ্য, বা এটাই হিউমের লক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল।

৪

আবার বিরুদ্ধ দৃষ্টান্তের কথা

[এ বিভাগে একটা কথার পুনরুক্তি করব।]

হিউম ছাপ ও ধারণার সার্বত্রিক আনুরূপ্যের কথা বলেছেন, ঠিক। কিন্তু হিউম নিজেই তার একটা বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। এ দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে তিনি বলেছেন,

> এমন বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত আছে যার থেকে প্রমাণিত হয় যে—ছাপ ছাড়াও যে স্বতন্ত্রভাবে ধারণার উৎপত্তি হতে পারে তা সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব নয়।
>
> There is, however, one contradictory phenomenon, which may prove that it is not absolutely impossible for ideas to arise independent of their correspondent impressions. —E, II, 12

হিউম যে বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন তার বিষয়বস্তু হল বর্ণবোধ। হিউম বলেন, মনে করা যাক, কোনো ব্যক্তি নীল রঙের বিশেষ একটি মাত্রা ছাড়া অন্য সব বর্ণের সঙ্গে পরিচিত। আরও ধরা যাক, নীলের ঐ মাত্রা ভিন্ন অন্য সব মাত্রা পরপর সাজিয়ে ঐ ব্যক্তির সামনে তুলে ধরা হল। এখন মাত্রাক্রমের মধ্যে যে ব্যবধান দৃষ্ট হয়, বা যে বিশেষ মাত্রাটি ঐ মাত্রা-অনুক্রমে থাকার কথা, সে সম্পর্কে দর্শকটির ধারণা হবে কি? এর উত্তরে হিউম স্বীকার করেন যে, এ ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক ছাপ না থাকলেও ধারণা হতে পারে। হিউম একে বিরুদ্ধ ব্যাপার বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। আমরা আগেই বলেছি, তিনি এ দৃষ্টান্তটি অগ্রাহ্য করেছেন এ কথা বলে—

> ....this instance is so singular, that it is scarcely worth our observing.... —E, II, 13
>
> এ দৃষ্টান্ত এতই অসাধারণ যে এমন (একক) দৃষ্টান্ত অগ্রাহ্য করা চলে।

হিউমের এ উক্তি অত্যন্ত দুর্বল। কেননা যদি কোনো সার্বিক বাক্যের একটি বিরুদ্ধ দৃষ্টান্তও প্রদর্শন করা যায় তাহলে প্রমাণিত হয় যে সার্বিক বাক্যটি

মিথ্যা। কাজেই হিউম-স্বীকৃত বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত থেকে এ কথা প্রমাণিত হয়ঃ ছাপ ও ধারণার সার্বত্রিক-আনুরূপ্য-বিষয়ক সার্বিক বাক্যটিও মিথ্যা।

৫

ছাপ ও ধারণার আনুরূপ্য তত্ত্বের গুরুত্ব

হিউমের দর্শনে আলোচ্য আনুরূপ্য তত্ত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ তত্ত্বের লক্ষ্য হল কতকগুলি ধারণার অযথার্থতা প্রদর্শন, এটা প্রতিপন্ন করা যে এসব ধারণা, বা এ জাতীয় ধারণা, গ্রহণ করা অসঙ্গত। এ কথাটি এভাবেও ব্যক্ত করতে পারি —এ তত্ত্বের লক্ষ্য হল এ কথা প্রতিপন্ন করাঃ ঐ শব্দে বা ঐ রকম শব্দে কোনো প্রকৃত ধারণা ব্যক্ত হয় না। একটা উদাহরণ। হিউম বলেন, আমাদের "শূন্য দেশ"-এর কোনো ধারণা নেই। সে রকম "পরিবর্তনানিরপেক্ষ কাল"-এর ধারণা নেই। এ কথার সমর্থনে, আলোচ্য সূত্র প্রয়োগ করে হিউম এ প্রশ্ন তোলেনঃ

> এসব ধারণার উৎস কী? এদের অনুসঙ্গী কোনো ছাপ দেখানো কি সম্ভব?

এবং বলেনঃ

> যদি সম্ভব না হয় তাহলে বুঝতে হবে—এ জাতীয় ধারণা ভ্রান্ত, অযথার্থ।
>
> ...but if you cannot point out any such impression, you may be certain, you are mistaken, when you imagine you have such an idea. —Treatise

অনুরূপভাবে কারণিক শক্তি ও সামর্থ্য প্রসঙ্গে হিউম বলেন, এ ধারণাগুলি অমূলক, সুতরাং ভ্রান্ত।

> কারণিক শক্তি বা সামর্থ্যের কোনো সাক্ষাৎ অনুভব, মানে ছাপ, আমাদের হয় না। সুতরাং আমাদের শক্তি বা সামর্থ্যের ধারণা নেই।
>
> We never have any impression that contains any power or efficiency. We never, therefore, have any idea of power. —Treatise

উক্ত উদাহরণগুলি থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, ছাপ ও ধারণার আনুরূপ্য তত্ত্বের প্রধান লক্ষ্য হল এ কথা প্রতিপাদন করা : এমন কতকগুলি শব্দ আছে যাতে কোনো ধারণা ব্যক্ত হয় না। ধরা যাক, কেউ এ দাবী করল যে, ঐ শব্দ ঐ বিশেষ ধারণা ব্যক্ত করে, অথচ সে ধারণার অনুষঙ্গী কোনো ছাপ নেই। তাহলে আলোচ্য সূত্র প্রয়োগ করে হিউম বলতে পারেন : কিন্তু তা সম্ভব নয়। কেননা সব ধারণার মূলে আছে ছাপ। যদি কোনো ছাপ দেখানো সম্ভব না হয় তাহলে বুঝতে হবে, ধারণাটি অমূলক এবং ধারণাবোধক শব্দটি অর্থহীন।

হিউম বলেন

> When we entertain, therefore, any suspicion that a philosophical term is employed without any meaning or idea···we need but enquire, from what impression is that supposed idea derived? And if it is impossible to assign any, this will serve to confirm our suspicion.
>
> —E, II, 13-14

> ধরা যাক, আমাদের এ সন্দেহ হল : সম্ভবত এ দার্শনিক পদটির কোনো অর্থ নেই, এটা কোনো ধারণা বোঝায় না। তাহলে অবশ্যই এ অনুসন্ধান করতে হবে : কল্পিত ধারণাটি গঠিত হয়েছে কোন ছাপের ভিত্তিতে, এর উৎস কী? যদি কোনো অনুষঙ্গী ছাপের সন্ধান না পাওয়া যায়, তাহলে অবশ্যই আমাদের সন্দেহ সমর্থিত হবে।

পুনরুক্তি করে বলি—মনে কর, দর্শনে-ব্যবহৃত কোনো শব্দের অর্থবত্তা সম্পর্কে আমাদের সংশয় হল, সন্দেহ হল শব্দটি সম্ভবত অর্থহীন। তাহলে আমরা কেবল এ কথা জানতে চাইব : কোন অনুভব বা ছাপ থেকে অনুষঙ্গী ধারণাটি (শব্দটি যে ধারণা নির্দেশ করছে সে ধারণা) পাওয়া গেছে? যদি কোনো অনুভব বা ছাপের সঙ্গে ধারণাটির সম্পর্ক দেখানো সম্ভব না হয়, তাহলে আমাদের সন্দেহ যথার্থ বলে প্রতিপন্ন হবে (আমরা সঙ্গতভাবে এ সিদ্ধান্তে আসতে পারব যে, শব্দটি অর্থহীন)।

৬

ধারণার অনুষঙ্গ

[E, III]

১

অনুষঙ্গ সূত্র

ধারণার উৎপত্তি আলোচনা করার পর ইনকুয়ারির তৃতীয় অধ্যায়ে হিউম ধারণার অনুষঙ্গের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। তিনি বলেন : কোন, বা কোন কোন, অনুষঙ্গ-সূত্র অনুসরণ করে বিভিন্ন ধারণা সম্পর্কিত হয়, তা এ যাবৎ কোনো দার্শনিক আলোচনা করেন নি। তার মতে কেবল সাদৃশ্য (resemblance), সন্নিধি (contiguity) ও কারণতা (causation) দিয়েই সর্বপ্রকার অনুষঙ্গ ব্যাখ্যা করা যায়। এ সূত্রগুলি দিয়েই আমরা বিভিন্ন ধারণাকে সংযুক্ত যে করি, দৈনন্দিন জীবনে তার সমর্থন মেলে। যথা, কোনো প্রতিকৃতি দেখলে, আমাদের মন স্বভাবতই প্রতিকৃতিটি যে ব্যক্তির, তার কথা মনে করিয়ে দেয়। কোনো গৃহের একটি প্রকোষ্ঠের উল্লেখ করলে, আমরা এর সঙ্গে সংযুক্ত অন্যান্য প্রকোষ্ঠের কথা বলি। আমরা যদি কোনো আঘাতের কথা ভাবি তাহলে, স্বভাবতই, আঘাতের কারণ সম্পর্কীয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হই।

হিউম স্বীকার করেন যে, কেবল এ তিনটি সূত্র দিয়েই সর্বপ্রকার অনুষঙ্গ ব্যাখ্যা করা যায়, ঠিক ; কিন্তু এ সূত্র-তালিকা (যে তালিকায় আছে কেবল এ তিনটি সূত্র—সাদৃশ্যের সূত্র, সন্নিধির সূত্র, ও কারণতার সূত্র) যে স্বয়ংসম্পূর্ণ তা প্রমাণ করা যায় না। তবে উক্ত তিনটি সূত্র দিয়েই যে বস্তুত সব অনুষঙ্গ ব্যাখ্যা করা যায়—এ কথা এভাবে সমর্থন করা যেতে পারে। অনুষঙ্গের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত নিয়ে সে দৃষ্টান্তগুলি বিশ্লেষণ করলে যদি সব ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে কেবল সাদৃশ্য, সন্নিধি ও কারণতাই কার্যকর, তাহলে অবশ্যই আমরা অবাধিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিকে এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে :

কেবল উক্ত তিনটি ধর্মই—সাদৃশ্য, সন্নিধি ও কারণতাই—সর্বপ্রকার অনুষঙ্গ ঘটায়।

অনুষঙ্গ-সূত্রগুলির যাথার্থ্য ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা প্রদর্শনের জন্য হিউম ইতিহাস, কাব্য, সাহিত্য থেকে—এক কথায়, প্রতিভাবান লেখকদের রচনা থেকে—উদাহরণ সংগ্রহ করেন। বলা বাহুল্য, কি ইতিহাস রচনা করতে, কি কোনো কাব্য বা নাটক রচনা করতে হলে, কবি ইতিহাসবিদ—এদের বিভিন্ন ঘটনাকে সম্পর্কিত করতে হয়, এবং ঘটনাগুলির মধ্যে যোগসূত্র প্রদর্শন করতে হয়। বিভিন্ন কবি, লেখক, ইতিহাসবিদ বিভিন্ন প্রকার অনুষঙ্গ বা যোগসূত্রের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে পারেন। কিন্তু তিনি অবশ্যই এ সূত্রগুলির কোনো না কোনোটি, বা প্রত্যকটি, ক্ষেত্র বিশেষে প্রয়োগ করবেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে লেখকের চিন্তাধারা সাদৃশ্যের দ্বারাই বিশেষভাবে চালিত হয়। আবার, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সন্নিধিই তার অনুষঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করে। আবার, কোনো কোনো ক্ষেত্রে, যেমন ইতিহাসের ক্ষেত্রে, কারণতাই অনুষঙ্গের প্রধান উৎস।

ইতিহাসের উদাহরণ নিয়ে হিউম বলেন, ধরা যাক, কোনো ইতিহাসবিদ ইউরোপের ইতিহাস, কোনো এক শতাব্দির ইতিহাস, লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। স্বভাবতই তিনি দৈশিক ও কালিক সন্নিধির দ্বারা প্রভাবিত হবেন। তার যে পরিকল্পনা তার মধ্যে স্থান পাবে সেসব ঘটনা, যেগুলি তার পরিচিত দেশকালের সঙ্গে সন্নিধি সূত্রে যুক্ত। এমন হতে পারে, অন্যদিক থেকে, দৈশিক কালিক দিক থেকে, ঘটনাগুলি স্বতন্ত্র, অসম্পর্কিত। কিন্তু ইতিহাসবিদের পরিকল্পনার দিক থেকে, ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে, এসব বিশেষ অনুষঙ্গে আবদ্ধ হয়। হিউম বলেন, কিন্তু কোনো কাহিনীতে, যথা ইতিহাসে, যে অনুষঙ্গ-সূত্র গ্রন্থকারকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে, তা হল কার্যকারণ সূত্র, কারণতার সূত্র। ইতিহাসবিদের প্রধান কাজ প্রত্যেক ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করা, কার্যকরণ পারম্পর্য প্রদর্শন করা। দৈশিক কালিক সন্নিধির কথা ভেবে বিভিন্ন ঘটনা সংগ্রহ করলেই ইতিহাস বা আখ্যান রচনার কাজ সম্পূর্ণ হয় না। এরূপ সংগ্রহ একটা তালিকাতেই পর্যবসিত হয়। তালিকাটির অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে কার্যকারণ সূত্র প্রদর্শন করতে পারলেই তালিকাটি ইতিহাস, সুসমঞ্জস ইতিবৃত্ত, হয়ে ওঠে। এভাবে কার্যকারণ সূত্র আবিষ্কার করতে পারলেই আমরা অর্জন করতে পারি যাকে বলা হয় কর্মের ঐক্য (unity

of action)। সব আরিস্টটল-উত্তর সমালোচক এ ঐক্যর গুরুত্বের কথা বলেছেন।

যে কর্ম-ঐক্যের কথা বলা হল তা যে কেবল জীবন ইতিহাস বা আত্ম-জীবনীতেই দৃষ্ট হয়, তা নয়। হিউম বলেন, এমন কি কাল্পনিক সৃষ্টিরও, যথা কাব্য মহাকাব্যেরও, একটা আবশ্যিক শর্ত হল কর্মের ঐক্য।

> বাস্তব আখ্যান, ইতিহাস, জীবনী ও কাল্পনিক রচনার মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য আছে। তবে ঘটনা বা কর্মের ঐক্যের দিক থেকে এদের মধ্যে যে পার্থক্য তা গুণগত নয়, পরিমাণগত।
>
> The unity of action, therefore, which is to be found in biography or history differs from that of epic poetry not in kind but in degree. —E, III, 18

ধারণার অনুষঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে হিউম বাস্তব ইতিবৃত্ত, জীবনী ও মহাকাব্য সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ আলোচনার লক্ষ্য হল এ কথা প্রতিষ্ঠা করা : যে কোনো প্রকার রচনার—সে রচনা বাস্তবানুগ হোক, কি কাল্পনিক হোক—একটা আবশ্যিক শর্ত হল ঘটনা বা কর্মের ঐক্য। হিউম বলেন, এ ঐক্য প্রদর্শন করা যায়, যদি ঘটনা বা কর্মের মধ্যে কেবল দৈশিক কালিক সন্নিধি নয়, বা সাদৃশ্য নয়, কার্যকারণ সূত্র এবং মুখ্যত কার্যকারণ সূত্র, দেখানো সম্ভব হয়। মহাকাব্য হেন কাল্পনিক কাহিনীতেও আমরা ঘটনা পরম্পরার মধ্যে কার্যকারণ সূত্র দেখতে চাই।

প্রাসঙ্গিক অধ্যায়টির উপসংহারে হিউম বলেছেন, সব ধারণা-অনুষঙ্গ যে কেবল উপরোক্ত তিনটি সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় তা সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করা সম্ভব নয়, ঠিক ; কিন্তু বিভিন্ন দৃষ্টান্ত বিশ্লেষণ করে, দৈনন্দিন জীবন, জীবনী, ইতিহাস, মহাকাব্য প্রভৃতি বিশ্লেষণ করে, আমরা এ কথা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি যে,

> ধারণা সংযোগের তিনটি সূত্র : সাদৃশ্যের সূত্র, সন্নিধির সূত্র ও কারণতার সূত্র।
>
> ...the three connecting principles of all ideas are the relations of resemblance, contiguity and causation.
>
> —E, III, 22

২

অনুষঙ্গ তত্ত্বের সমালোচনা

আমরা দেখেছি, হিউমের মতে ধারণার সংযোগ বা অনুষঙ্গ ব্যাখ্যা করা যায় কেবল সাদৃশ্য, সন্নিধি ও কারণতার সম্বন্ধ দিয়ে। ধরা যাক, রাম শ্যামের মধ্যে চেহারার সাদৃশ্য আছে (মনে করা যাক, এরা যমজ), এবং এদের আমরা চিনি। তাহলে রামকে দেখলে শ্যামের কথা মনে পড়বে। এ ক্ষেত্রে অনুষঙ্গের ভিত্তি হল সাদৃশ্য। মনে করা যাক, আমরা রমা ও শ্যামাকে সব সময় একত্রে দেখেছি। তাহলে এখন রমাকে দেখলে শ্যামার কথা মনে পড়বে। এ ক্ষেত্রে অনুষঙ্গের ভিত্তি হল সন্নিধি। সব সময় দেখেছি, এ রকম ঘন কাল মেঘ হলে বৃষ্টি হয়; ফলে এখন এ রকম মেঘ দেখলে বৃষ্টির কথা মনে হবে। এ ক্ষেত্রে অনুষঙ্গের মূলে আছে কার্যকারণ সম্বন্ধ।

এ উদাহরণগুলি যেসব সূত্রের দৃষ্টান্ত তা হিউমের ভাষায় এভাবে ব্যক্ত করা যায়। মনে করা যাক,

A আর B হল ছাপ
a হল A-এর ধারণা
b হল B-এর ধারণা

তাহলে

যদি A আর B-এর মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষিত হয়, তাহলে a আর b-এর মধ্যে অনুষঙ্গ স্থাপিত হবে। [সাদৃশ্য সূত্র]

যদি A আর B-এর মধ্যে সহচার লক্ষিত হয়, তাহলে a আর b-এর মধ্যে অনুষঙ্গ স্থাপিত হবে। [সন্নিধি সূত্র]

যদি A আর B-এর মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ লক্ষিত হয়, তাহলে a আর b-এর মধ্যে অনুষঙ্গ স্থাপিত হবে। [কার্যকারণ সূত্র]

আমরা আগেই বলেছি, এখানে A আর B হল ছাপ। কিন্তু অনেক সময় হিউম এমন ভাষাও ব্যবহার করেন, যার থেকে মনে হতে পারে A আর B (ছাপ নয়), বস্তু বা ঘটনা। হিউমকে এ রকম বাক্‌ভঙ্গি আশ্রয় নিতে হয়েছে এ জন্য : এমন ক্ষেত্র আছে যেখানে বলা যায় না—সরাসরি ছাপের মধ্যে সম্বন্ধের ফলে ধারণার অনুষঙ্গ স্থাপিত হয়েছে। কারণ ও কার্যের ধারণার মধ্যে অনুষঙ্গ স্থাপিত হয়, ঠিক। কিন্তু তার হেতু এই নয় যে—ক-ছাপ ও খ-ছাপের মধ্যে

কার্যকারণ সম্বন্ধ লক্ষিত হয়েছে। বস্তুত কোনো বস্তু বা ঘটনাই অন্য বস্তু বা ঘটনার কারণ। এ কথা বলা যায় না—এ ছাপ ঐ ছাপের কারণ।

হিউম-কথিত অনুষঙ্গ নীতিগুলির একটি হল কার্যকারণ সম্বন্ধের নীতি। এ নীতিটিকে এ প্রসঙ্গে একটি স্বতন্ত্র নীতির মর্যাদা দেওয়া হিউমের পক্ষে অসঙ্গত বলে মনে হয়। কেননা হিউমের মতে কার্যকারণ সম্বন্ধ হল বস্তুত নিয়ত সন্নিধির সম্বন্ধ। তাই যদি হয়, তাহলে কার্যকারণ সম্বন্ধ বলে একটি পৃথক অনুষঙ্গ নীতি মানার পক্ষে কোনো যুক্তি আছে বলে ত মনে হয় না।

এ সম্পর্কে আর একটি সমস্যা। কোন অনুষঙ্গ নীতি কোন বিশেষ ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল, অন্য অনুরূপ ক্ষেত্রে তা কার্যকরী নয়—তা বোঝা যায় না। যেমন, ক ও খ-এর মধ্যে সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছি বলে, ক দেখলে খ-এর কথা মনে পড়ে। এখন, কোনো শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগুলির মধ্যেও অবশ্য সামান্য ধর্ম বা সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু কোনো শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তির ধারণা থেকে ঐ শ্রেণীর অন্য ব্যক্তির ধারণার দিকে মন চালিত হয় না। তার মানে, কেবল সাদৃশ্যের কথা বলাই যথেষ্ট নয়। বলার দরকার, এ প্রকারের সাদৃশ্য অনুষঙ্গের কাজ করে; অপরপক্ষে, ঐ প্রকারের সাদৃশ্যের ফলে ধারণার অনুষঙ্গ হয় না। বলা বাহুল্য, সন্নিধি সম্পর্কেও অনুরূপ উক্তি করা যায়, কেননা এ কথা বলা যায় না, যে কোনো দৈশিক বা কালিক সন্নিধি সব সময় ধারণা-সংযোগে, ধারণা-অনুষঙ্গ সৃজনে, কার্যকরী।